সেক্রেটারী সৎসঙ্গ-প্রদত্ত নির্দেশিকা, 16.6.2020

(BENGALI)

সম্প্রতি ভারতে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে লকডাউন বিধি শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । তবে সব জায়গায় সমানভাবে সেই শিথিলতা প্রযোজ্য নয়।

কোভিড-১৯ মহামারীর প্রকোপের তীব্রতা অনুযায়ী সরকার যে জোন ভাগ করেছেন, শিথিলতাও সেইসব স্থানে ততটাই প্রযোজ্য । সময় সময়ে যে সমস্ত সরকারী নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়, বা স্থানীয় প্রশাসন যেখানে যেভাবে বিধির কঠোরতা বা শিথিলতা বলবৎ রাখেন, সব জায়গায় সেভাবেই তা মান্য করতে হবে ।

সমস্ত সৎসঙ্গ কেন্দ্র, মন্দির, বিহার, উপযোজনা কেন্দ্র তথা ভক্ত-অনুরাগীরা যাতে সর্বাবস্থায় সরকারী বিধির পরিপালন করে চলেন, সকলকে বিশেষ ভাবে তা অবগত করা হচ্ছে ।

বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে অনেক প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্র সৎসঙ্গ দেওঘরে এ যাবৎ আসছে, যার ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই সমাধানমূলক নির্দেশিকা প্রকাশ করা হল ।

★★ এই নির্দেশিকা বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যার অধিকাংশই পালনীয় নাও হতে পারে ।

ইষ্টভৃতি জমা সংক্রান্ত

প্রশ্ন–

★★ বর্তমান পরিস্থিতিতে ইষ্টভৃতি জমা দেওয়ার বিষয়ে কি নির্দেশ?

নিজের কাছে লকডাউন-কালীন গচ্ছিত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ইষ্টভৃতি অর্ঘ্যাদি কোথায় কিভাবে জমা দেওয়া যাবে?

উত্তর:–

©SATSANG

★ বর্তমান পরিস্থিতিতে ফিলানথ্রপীর কোনো কাউন্টারে ব্যক্তিগত ভাবে অর্ঘ্য জমা দেওয়ার ব্যবস্থা স্থগিতই থাকছে ।

★ প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকায় সম্ভাব্যতা অনুযায়ী স্থানীয় উপযোজনা কেন্দ্রে অর্ঘ্য জমা দেওয়ার জন্য জানানো হচ্ছে ।

যে সব স্থানে লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে বা শিথিল করা হয়েছে, স্থানীয় প্রশাসনের নিকট ভালভাবে জেনে উপযোজনা কেন্দ্রে ইষ্টভৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে । যে-সমস্ত অঞ্চলে জনসাধারণের স্বাভাবিক যাতায়াতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, উপযোজনা কেন্দ্র পুণরায় চালু করা সম্ভব, সেই অঞ্চলের মানুষরা নিজ-নিজ উপযোজনা কেন্দ্রের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে, কবে কখন অর্ঘ্যী জমা দিতে আসবেন, সেটা জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী জমা দেবেন ।

উপযোজনা কেন্দ্রের পরিচালকরা সময় বিন্যস্ত করে সম্ভাব্যতা অনুযায়ী আঞ্চলিক দীক্ষিত মানুষদের অবগত করার প্রয়াস করবেন এবং যতটা সম্ভব আলাদা সময় ভাগ করে মানুষদের আসতে নির্দেশ দেবেন ।

★ একসাথে বহু মানুষের একত্রে সমাবেশ যাতে না হয়, সেদিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে ।

★ বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে উপযোজনা কেন্দ্রেগুলিতে একাধিক দিনে অর্ঘ্য জমা নেওয়া যেতে পারে ।

★ কিন্তু, যেদিন যা জমা নেওয়া হবে, সেদিনই যেন ব্যাংকে সৎসঙ্গের নির্দিষ্ট একাউন্টে তা জমা করে দেওয়া হয় ।

প্রশ্ন–

★★ দীর্ঘদিনের জমা হওয়া ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য একত্রে জমা দেওয়া যাবে? যদি যায়, তাহলে কি দু তিনটে পৃথক ফর্মে, নাকি একটি ফর্মে জমা দেওয়া যাবে?

<u>উত্তর</u>–

যতদিনের ইষ্টভৃতি জমে রয়েছে, সব একটি ফর্মেই জমা হবে । কত মাসের, সেটা উল্লেখ করে দিলেই চলবে ।

★ উদাহরণ-স্বরূপ – যদি 50/- মাসে প্রেরণ করা হয় আর তিন মাসে 150/- হয়, তাহলে পাঠানোর সময় শুধু 150/- না লিখে 50/- × 3 = 150/- লিখলে বোঝা যাবে সেটা তিন মাসের ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য ।

প্রশ্ন–

★★ সৎসঙ্গের প্রদত্ত ব্যাংক একাউন্টগুলিতে (power jyoti) ব্যক্তিগত ভাবে অর্ঘ্য জমা দেওয়া কি বাধ্যতামূলক? ব্যাংকের মাধ্যমে ইষ্টভৃতি পাঠানোর ব্যবস্থা থাকলেও, সকলের পক্ষে বিভিন্ন কারণে সেই ব্যবস্থায় পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না । সে ক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তর–

সৎসঙ্গের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে তুলনামূলক ভাবে কম পরিমাণের নিজের ব্যক্তিগত অর্ঘ্য জমা দেওয়া, বিশেষতঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহেই অসম্ভবপ্রায় ব্যাপার । কিন্তু তা ব্যক্তিগত জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোমতেই বাধ্যতামূলক নয়, এবং সোশাল মিডিয়াতে দেওয়া নোটিসেও সেভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল । উপযোজনা কেন্দ্র ইত্যাদি, যেখানে অনেকের সম্মিলিত বৃহত পরিমাণের অর্ঘ্য জমা হয়, ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে তারাই জমা করবেন ।

প্রশ্ন–

★★ উপযোজনা কেন্দ্রগুলি কি এখন ইষ্টভৃতি সংগ্রহ করতে পারবে?

'অর্ঘ্য-প্রদাতা' ব্যক্তি এবং 'গ্রহীতা' কেন্দ্র/মন্দির/উপযোজনা-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ – উভয়ের ক্ষেত্রেই উপযোজনা কেন্দ্র বা কেন্দ্র-মন্দিরে অর্ঘ্য জমা-সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ কী?

সকলে একদিনেই কি ইষ্টভৃতি জমা দেবেন, নাকি বিভিন্ন দিনে জমা দেবেন?

সেক্ষেত্রে সোশাল ডিস্টেন্সিং রক্ষার বিষয়ে কী নির্দেশ?

ব্যাংকের মাধ্যমে অর্ঘ্য জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি কোনো বিশেষ নির্দেশ প্রয়োজন ।

উত্তর–

★★★ বিশেষভাবে সকলে মনে রাখতে হবে, সৎসঙ্গের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে online অর্ঘ্য পাঠাবেন না, কারণ, সেই অর্ঘ্য কোন্ উদ্দেশ্যে

পাঠানো হচ্ছে তার কোনো নির্দিষ্ট তথ্য বা বিবরণ সাথে না পাঠালে তা কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার কোনো উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা যায় না, হিসাব রক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয় ।

★ ব্যক্তিগত ভাবে যারা ফিলানথ্রপীর কাউন্টারে নিজেদের ইষ্টভৃতি অর্ঘ্য জমা দেন বা ফিলানথ্রপীর কাউন্টারে যারা লট নিয়ে আসেন, তাদের বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে – দেওঘর, কলকাতার অমরধাম, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটী, ভুবনেশ্বর, সম্বলপুর সৎসঙ্গ বিহারগুলির ফিলানথ্রপী কাউন্টারে সরাসরি কেউ অর্ঘ্য জমা দিতে যাবেন না ।

★ ফিলানথ্রপীতে কেবলমাত্র কেন্দ্র-মন্দির থেকে প্রাপ্ত লট অথবা By Post / Courier Service-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত লটই গ্রহণ করা হবে । আবার By Post / Courier Service-এ আসা লটগুলি কেউ ব্যক্তিগত ভাবে পাঠালে হবে না । সেগুলি উপযোজনা কেন্দ্র বা কেন্দ্র-মন্দিরের থেকেই যেন পাঠানো হয় ।

ব্যক্তিগত অর্ঘ্য নিজ এলাকার উপযোজনা কেন্দ্রের মাধ্যমেই সৎসঙ্গ কেন্দ্র-মন্দির-বিহার ইত্যাদিতে ডিপোজিট স্লিপে ফিল আপ এবং স্বাক্ষর করে জমা করতে হবে ।

★ যারা এ যাবৎ ব্যক্তিগত ভাবে ব্যাংকে অর্ঘ্য জমা দিয়েছেন, তারা তাদের ব্যাংক চালানের Satsang Copy, Devotee Copy ও ডিপোজিট স্লিপে স্বাক্ষর সহ উপযোজনা কেন্দ্রে একসাথে স্টেপল করে জমা করে দিলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র মারফৎ অর্ঘ্য-প্রস্বস্তি পেয়ে যাবেন ।

এক্ষেত্রে উপযোজনা কেন্দ্রের কর্মীদের বারবার অবগত করা হচ্ছে, সেই ব্যক্তিগত অর্ঘ্যদাতাদের ডকুমেন্টগুলি লটের সাথে না মিশিয়ে সেই একক স্লিপ ও চালানগুলি একত্র করে, আলাদা ভাবে উল্লেখ করে কেন্দ্র-মন্দিরে জমা দিতে হবে । আর কেন্দ্র-মন্দিরের কর্মীরাও যেন সেগুলি তেমনি পৃথক ভাবেই ফিলানথ্রপীতে জমা করেন ।

★ যে সমস্ত অঞ্চলে সৎসঙ্গ কেন্দ্র, উপযোজনা কেন্দ্র, মন্দিরের সংখ্যা কম বা যেখানে একেবারেই নেই, সেই সমস্ত অঞ্চলের ভক্তগণ পূর্বের মত ব্যক্তিগত

বা সমষ্টিগত অর্ঘ্য নিজেই হোক বা উপযোজনা কেন্দ্রের মাধ্যমেই হোক, নির্দিষ্ট Bank Account-এ জমা দিয়ে registered speed post বা Courier Service-এর মাধ্যমে অর্ঘ্য-প্রদাতার স্বাক্ষর-সম্বলিত অর্ঘ্য-বিবরণী (Deposit Slip) এবং ব্যাংকের সীল লাগানো রসিদের Satsang Copy ও Devotee Copy সৎসঙ্গ দেওঘর-এর ফিলানথ্রপীতে পাঠাবেন।

★ সমস্ত কেন্দ্র-মন্দিরের কর্মীদের একটি বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে– বিভিন্ন উপযোজনা কেন্দ্র থেকে আসা লট ও ব্যাংক চালান যেন মিশিয়ে না ফেলা হয় । লট যেমন ভাবে তারা পেয়েছেন সেই অনুযায়ী সাজিয়ে এবং হিসাব মিলিয়ে পৃথক পৃথক ভাবেই ফিলানথ্রপীতে জমা দিতে হবে ।

★ উপযোজনা কেন্দ্রের কর্মীদের জানানো হচ্ছে, তাদের উপযোজনা কেন্দ্র যে কেন্দ্র-মন্দির-বিহারের সাথে যুক্ত, সেখানকার পরিচালকদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে তাদের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ে গিয়েই লট এবং সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট জমা করবেন ।

★ কেন্দ্র-মন্দিরগুলির তরফ থেকে ফিলানথ্রপীর কাউন্টারে ফোনে যোগাযোগ করে সময় মতো এসে বিভিন্ন উপযোজনা কেন্দ্র থেকে সংগৃহিত লট জমা দেবেন এবং অর্ঘ্য-প্রস্বস্তি প্রিন্ট করা হলে পুণরায় ফোন করে গিয়ে সংগ্রহ করবেন বা পরের মাসে জমা দেওয়ার সময় পূর্ব মাসের অর্ঘ্য-প্রস্বস্তির লট সংগ্রহ করে নেবেন ।

প্রশ্ন:–

★★ নববর্ষ পর্যন্ত জমে থাকা দীক্ষাপ্রণামী ও দীক্ষাপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কি নির্দেশ?

★★ বিগত নববর্ষ উৎসবের অর্ঘ্য এবং রসিদ বই জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কি নির্দেশ?

উত্তর:—

★ নিজের ইষ্টভৃতি প্রেরণের সময় পৃথক ডিপোজিট স্লিপে ফিল-আপ ও স্বাক্ষর করে দীক্ষা-প্রণামী এবং **নির্দিষ্ট কোড UTSAV-তে beneficiary-র নাম উল্লেখ করে** উৎসব অর্ঘ্য পাঠানো যাবে ।

★ সব কর্মীদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত, দীক্ষাকালীন ঠাকুর-প্রণামীর কোড DPRNM এবং আচার্য্য-প্রণামীর কোড APRNM ।

★ কোন্ কর্মীর উৎসব অর্ঘ্য জমা হচ্ছে তার নাম (beneficiary name) উল্লেখ না করে দিলে অর্ঘ্য জমা নেওয়ার খুব অসুবিধা হয় ।

যখন দেওঘরে আসার মতো পরিস্থিতি হবে, তখনই দীক্ষাপত্র ও রসিদ বই জমা দেওয়া যাবে । এছাড়া, যদি পরে কোনো পৃথক উপায় নির্দেশিত হয়, সকলকে তা সময়মতো অবগত করা হবে ।

★★ নিবেদক ব্যক্তি বা পরিবার থেকে উপযোজনা কেন্দ্র হয়ে কেন্দ্র-মন্দিরের মাধ্যমে ফিলানথ্রপীতে ইষ্টার্ঘ্য পৌঁছনো – এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটা সকলের মনে রাখা এবং যথাযথভাবে পরিপালন করাটাই কর্তব্য ।

বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে–

১। সংক্রমণের কোনো সুযোগ যেন না ঘটে সেদিকে নজর দিতে হবে সকলকেই । কোনো প্রকারের গা ঘেঁষাঘেঁষি করা, জটলা সৃষ্টি হওয়া, এসব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । সোশাল ডিস্ট্যান্সিং, স্যানিটাইজ করা, মাস্ক ব্যবহার করা একান্তই অনিবার্য ।

২। পূর্বে যোগাযোগ না করে এবং পরিচালকদের সম্মতি ছাড়া কেউ উপযোজনা কেন্দ্র বা কেন্দ্র-মন্দিরগুলিতে অর্ঘ্য বা ডকুমেন্ট জমা দিতে যাবেন না ।

৩। আবার, উপযোজনা কেন্দ্র থেকে বা ব্যক্তিগত ভাবে কেন্দ্র-মন্দিরের মাধ্যম ছাড়া আলাদা করে কেউ ফিলানথ্রপীর কাউন্টারে অর্ঘ্য বা ডকুমেন্ট জমা দিতে আসবেন না। এলেও তা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।
৪। প্রত্যেক ডিপোজিট স্লিপে অর্ঘ্যদাতার স্বাক্ষর থাকা বাধ্যতামূলক। উপযোজনা কেন্দ্রের কর্মীরা ভাল করে দেখে নেবেন স্বাক্ষর রয়েছে কিনা। একই পরিবারের বা ফ্যামিলি কোডে থাকা অনেকের স্বাক্ষর করার দরকার নেই। সেক্ষেত্রে পরিবারের একজন স্বাক্ষর করলেই হবে।
৫। সৎসঙ্গের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির চালান ফর্মের তিনটি খণ্ডের একটি ব্যাংক জমা রাখবে(Bank copy) এবং বাকি দুটিতে ব্যাংক থেকে সীল লাগিয়ে তা ফিলানথ্রপীতে জমা হবে (Satsang copy এবং Devotee copy)। পরে ফিলানথ্রপী থেকে Devotee copy ফেরৎ দেওয়া হবে, যা জমা দেওয়ার দলিল বা রসিদ হিসাবে নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
৬। ব্যাংকে অর্ঘ্য জমা দেওয়ার সময় কেবল দেখে নিতে হবে যে, ব্যাংক-কর্মীরা যথাযথ সীল লাগিয়েছেন কিনা।
৭। লোকবল কম থাকার দরুন সাথে সাথে লটের অর্ঘ্য-প্রস্বস্তি পাওয়া হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, ফিলানথ্রপীর যে কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে, সেখানকার দায়িত্বশীল ব্যক্তির ফোন নম্বর রাখতে হবে এবং নিজের নম্বরও জানিয়ে রাখতে হবে, যাতে প্রিন্ট করা হয়ে গেলে খবর দেওয়া-নেওয়া করে প্রস্বস্তির লট পুণরায় গিয়ে সংগ্রহ করা যায়।

★★ ডিপোজিট স্লিপ ও বিভিন্ন ব্যাংক চালান ডাউনলোড করার জন্য ক্লিক করুন– www.satsang.org.in/forms

কেন্দ্র মন্দিরে যাতায়াত সংক্রান্ত

প্রশ্ন:–

★★ কেন্দ্র-মন্দিরগুলি কবে থেকে খোলা যাবে? কেন্দ্র-মন্দিরগুলিতে স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ এবং অবস্থানের সময়সীমার ব্যাপারে কি কি

বিধিনিষেধ? একসাথে কেন্দ্র-মন্দিরগুলিতে কতজন আসতে পারবেন? কেন্দ্র-মন্দিরগুলি খোলা এবং বন্ধ রাখার নিয়ম এবং সময়সীমা কী থাকবে? কোন কোন স্থান red zone হওয়ায় সেখানে কেন্দ্র-মন্দির খোলার ব্যাপারে বিশেষ কোনো নির্দেশ আছে নাকি?

উত্তর:—

যেসব অঞ্চলে লকডাউন তুলে দেওয়া হচ্ছে বা শিথিল করা হচ্ছে, সেসব জায়গায় স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে **দিনের বেলা ভোগের সময় বাদ দিয়ে ঘন্টা খানেকের জন্য ভক্তসাধারণকে প্রণাম নিবেদনের জন্য এক এক বারে ৭/৮ জনকে প্রবেশ করতে দেওয়া যেতে পারে।** কিন্তু প্রণাম করে বেশিক্ষণ কেউ যেন অবস্থান না করেন ।

রেড জোনে কোনো প্রকারেই কেন্দ্র-মন্দিরাদি খোলা হবে না । এতে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে বেড়ে যেতে পারে ।

সর্বাবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনিক বিধি-নিষেধ মান্য করতে হবে । সোশাল ডিসট্যান্সিং, স্যানিটাইজেশন, ফেস মাস্কের বাধ্যতামূলক প্রয়োগ যেন কঠোর ভাবে করা হয় । যখন তখন নিজ নিজ সময় অনুযায়ী কেন্দ্র-মন্দিরে আসা যেন রোধ করা হয় ।

প্রশ্ন:—

★★ প্রার্থনার সময় কেন্দ্র-মন্দিরগুলিতে কতজনকে আসতে দেওয়া হবে? কেন্দ্র মন্দিরগুলিতে সৎসঙ্গের আয়োজন করা যাবে? করা হলে তা কেমন ভাবে? কেন্দ্র-মন্দির, উপযোজনা কেন্দ্রগুলিতে সৎসঙ্গ বা পারিবারিক / গৃহ-সৎসঙ্গ করা যাবে কিনা, এবং করলে কি পদ্ধতিতে ও উপস্থিতির সংখ্যা কত রাখা যাবে?

★★ কেন্দ্র-মন্দিরে প্রার্থনা বা সৎসঙ্গে মাইকের ব্যবহার করা যাবে নাকি?

★★ কেন্দ্র-মন্দিরগুলিতে পালিত হওয়া অনুষ্ঠানগুলি উপলক্ষে সৎসঙ্গ এবং ভান্ডারার আয়োজন করা যাবে কিনা? স্থানীয় উৎসবাদি আয়োজনের ক্ষেত্রে কি করা হবে?

উত্তর:—

যে সকল দর্শনার্থী বাইরে থেকে আসবেন তাদের এই মূহূর্তে প্রার্থনার সময় কেন্দ্র-মন্দিরে আসা থেকে বিরত রাখাই প্রয়োজন । আরো কিছুদিন অতিবাহিত হলে, পরিস্থিতি অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে ।

মানুষজন সমবেত করে কোথাও সৎসঙ্গ বা মাতৃ-সম্মেলন করতে গেলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মান্য করা অনিবার্য্য এবং সর্বোপরি নিজে সংক্রামিত হওয়া ও অপরের সংক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা— এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে । অতএব, **আপাততঃ আরো কিছুদিন এসব স্থগিত রাখাই শ্রেয় ।**

কেন্দ্র-মন্দিরগুলিতে বর্তমানে সৎসঙ্গ হলে মানুষজন সমবেত হবেন । বহিরাগতদের যোগদান তথা লোকজনের সমবেত হওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিপ্রেত নয় । **যারা একসাথে বাস করেন, তারা সমবেত ভাবে সৎসঙ্গ করতে কোনো অসুবিধা নেই । অল্পসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ করা গেলেও কোন অবস্থাতেই সমাবেশ করা যাবে না ।**

সৎসঙ্গ বিহার, শ্রীমন্দির, উপাসনা কেন্দ্র, সৎসঙ্গ কেন্দ্র (স্থায়ী/অস্থায়ী), অধিবেশন কেন্দ্রগুলিতে এখনো কিছুদিন মাইক ব্যবহার স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

কেন্দ্র-মন্দিরগুলিতে পালিত হওয়া অনুষ্ঠানগুলি পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন যা যেভাবে পালন করা যায়, তা সেভাবেই করতে হবে । যদি বাঁচা-বাড়ার প্রয়োজনে সমবেত আনন্দ-উল্লাস, উৎসবাদি উদযাপন স্থগিত রাখতে হয়, তাহলে তাই করতে হবে । তাছাড়া, এক্ষেত্রেও **প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মান্য করা ও প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়া কোনো জনসমাগম না করাই বাঞ্ছনীয় ।**

প্রশ্নঃ-

★★ লকডাউন খুললে কেন্দ্র-মন্দিরের অতিথি আবাসে থাকার ব্যাপারে কি কি বিধিনিষেধ পালন করতে হবে এবং ভান্ডারা চালানোর ব্যাপারে কি করতে হবে?

★★ কেন্দ্র-মন্দিরগুলি রোগ বা দূষণমুক্ত রাখা যাবে কিভাবে?

★★কেন্দ্র মন্দিরগুলিতে জনসাধারণের প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অবশ্যপালনীয় সদাচার-বিধি, যথা–ফেসমাস্ক, স্যানিটাইজার, সোশাল ডিস্টেন্সিং ইত্যাদির প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক করা উচিত?

উত্তর:—

এখনই কেন্দ্র-মন্দিরের অতিথি আবাসে অবস্থানের ব্যবস্থা বা ভাণ্ডারা ইত্যাদির আয়োজন না করাই শ্রেয়। যখন সর্বাংশে তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তখন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে । বর্তমান সময়ে আভ্যন্তরীণ লকডাউন মেনে চলাই উচিত ।

সরাসরি জনসমাগম যত এড়ানো যায়, যারা কেন্দ্র-মন্দিরে বাস করেন তারা যত বাইরে মেলামেশা কম করেন, এবং মাস্ক, ডিস্ট্যান্সিং, স্যানিটাইজেশন এগুলির সদ্ব্যবহার যত করা হয়, ততই দূষণমুক্ত থাকা সম্ভব । **কেন্দ্র-মন্দিরগুলিতে জনসাধারণের প্রবেশের ক্ষেত্রে (অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ভাবে) প্রাথমিকভাবে অবশ্য-পালনীয় সদাচার-বিধি, যথা–ফেসমাস্ক, স্যানিটাইজার, সোশাল ডিস্টেন্সিং ইত্যাদির প্রয়োগ বাধ্যতামূলক।**

যাজন-দীক্ষা-পাঞ্জা-সংক্রান্ত

প্রশ্ন:—

★★ বর্তমানে দীক্ষা দেওয়া যাবে নাকি, এবং কতজনকে একসাথে দীক্ষা দেওয়া যাবে? ঋত্বিকরা কোথায়, কি কি পরিস্থিতিতে এবং কিভাবে দীক্ষাদান করতে পারবেন? দীক্ষাপ্রার্থীকে দীক্ষাদানের ব্যাপারে বা গণদীক্ষার ব্যাপারে কর্মীদের কি করনীয়?

★★ নগরে, গ্রামে যাজন পরিক্রমা এবং কারোর বাড়িতে দীক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে কি না? মানুষজনকে নিজের কাছে বা বাড়িতে ডেকে দীক্ষাদান করা যাবে কিনা?

উত্তর:—

সর্বাবস্থায় ইষ্টের সাথে যুক্ত থাকা ও পারিপার্শ্বিককে ইষ্টের সাথে যুক্ত করে তোলার প্রচেষ্টা আমাদের নিত্য করণীয় ।

দীক্ষাপ্রার্থীকে দীক্ষা দেওয়া অবশ্যই উচিত, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা কি ভাবে কতটা কার্যকর করা যায়, সেই বিষয়টাও মাথায় রাখা একান্তই প্রয়োজন ।

বিশেষ করে, দীক্ষাপ্রার্থীর সাম্প্রতিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও দৈনন্দিন জনসংযোগের বিষয় ভাল করে জেনে, বুঝে, বিচার করে তবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

নিজে সংক্রমিত হওয়া ও অপরের সংক্রমণের সুযোগ তৈরী করা– কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয় ।

তাই সব কাজই গণ্ডীর মধ্যে থেকে সংযত হয়ে যতটা করা যায়, সেভাবেই করতে হবে । যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, সেগুলি অবশ্যই করতে হবে ।

একসাথে বহু মানুষকে এই পরিস্থিতিতে দীক্ষাদান না করাই শ্রেয় ।

আরো কিছুকাল গ্রামে, নগরে বা বাড়ী বাড়ী পরিক্রমার মাধ্যমে দীক্ষাকার্য্যও স্থগিত রাখা উচিত ।

প্রশ্নঃ–

★★ যাজন কার্যে ঘরে ঘরে যাওয়া যাবে?

উত্তরঃ—

যতটা সরাসরি শারীরিক নৈকট্য পরিহার করা যায় ততই ভাল । কার বাড়ীর কেমন পরিস্থিতি, রোগের সংক্রমণ কোথাও আছে কিনা তা বোঝা নিতান্তই অসম্ভব । তাছাড়া, যার বাড়ীতে যাওয়া হবে, তারা কিভাবে সেটা গ্রহণ করবে, সেটাও বিচার্য্য।

প্রশ্নঃ–

★★ যাজন কার্যে গেলে কারোর বাড়ীতে খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ করা কি সমীচীন?

উত্তরঃ—

অচেনা অজানা মানুষের সাথে হঠাৎ করে খাদ্য-পানীয়ের সংশ্রব সৃষ্টি করা সদাচারের দিক দিয়ে কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নয় ; **তা সর্বতোভাবে শারীরিক**

ও মানসিক সদাচার পরিপালনের অন্তরায় এবং পরমদয়ালের অভিপ্রেত আচরণও নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে তো আরো বেশি করে এইসব ব্যাপার স্মরণে রাখা উচিত ।

প্রশ্ন:–

★★ যাদের নববর্ষে পাঞ্জা রিনিউ ছিল বা আগামী কনফারেন্সে যাদের রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কি নির্দেশ?

উত্তর:—

পাঞ্জা রিনিউ করতে গেলে দেওঘরে আসতে হবে, যা বর্তমানে সম্ভব নয় । ঝাড়খণ্ডে আপাততঃ ৩০শে জুন পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে । **দীক্ষাদাতা কর্মীরা পাঞ্জার মেয়াদ শেষ হলে রিনিউ না হওয়া পর্যন্ত দীক্ষা দেবেন না । যে কর্মীদের পাঞ্জা রিনিউ করতে হবে, ঋত্বিক কার্য্যালয় থেকে তাদের মোবাইল ফোনে সময়মতো মেসেজ পাঠানো হবে ।**

বিবিধ সংক্রান্ত

প্রশ্ন:–

★★ লকডাউন খুললে সপরিবারে ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া যাবে নাকি? গেলে কতজন যেতে পারবে? ঠাকুরবাড়িতে ভক্ত সাধারণের আগমনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রয়োজন । ঠাকুরবাড়ি যাওয়ার অনুমতি পেলে আগত ভক্তদের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর:—

ঝাড়খণ্ড রাজ্যে লকডাউন আপাততঃ ৩০শে জুন পর্যন্ত থাকবে । লকডাউন উঠে গেলে কি করণীয় তা যথা সময়ে জানানো হবে ।

ঠাকুরবাড়ি আসার ব্যাপারে জানার জন্য কাউকে ব্যক্তিগত নম্বরে যোগাযোগ না করে Communication Center-এ (18003450122) যোগাযোগ করতে হবে ৩০শে জুনের পর । বর্তমানে এখানে সমস্ত অতিথি আবাস (guest house) সহ সুবিধান কার্যালয় (Accomodation Department) বন্ধ রয়েছে ।

প্রশ্ন:–

★★ অনলাইনে সৎসঙ্গ করার অনুমোদন রয়েছে কিনা অনেকেই জানতে চাইছেন। এ ব্যাপারে বহু মতামতের সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর:—

উদ্দেশ্য যদি প্রকৃতই ইষ্টের স্মরণ, মনন, গুণানুকীর্তন ও অনুধ্যান হয়, তাহলে যে কোনোভাবে বা মাধ্যমেই তা করতে পারা যায়।

প্রশ্ন:—

★★ বহু কেন্দ্র-মন্দির, উপযোজনা কেন্দ্র ইত্যাদি সরকারি ত্রাণ তহবিলে সাহায্যের জন্য অর্থ জমা দিচ্ছেন, অথচ স্থানীয় অনেক দীক্ষিত দুঃস্থ মানুষ বহু কষ্টে দিন যাপন করছেন। এক্ষেত্রে কি করনীয় ?

উত্তর:—

বহু কেন্দ্র-মন্দির, উপযোজনা কেন্দ্র, ইত্যাদি আবার এগুলি করার সাথে সাথে পরিবেশের দীক্ষিত-অদীক্ষিত নির্বিশেষে সমস্ত দুঃস্থ মানুষকে অন্নবস্ত্রের জোগান দিনের পর দিন দিয়ে গেছে। এমন কি, বহু স্থানেই পশুপাখীদের খাদ্য-জোগানের বন্দোবস্তও সৎসঙ্গী ভক্ত-অনুরাগীরা করেছেন। **পরিবেশের মানুষরা সচেতন ও সক্রিয় হলে, এমনকি দুটি মানুষও মত-মাথাতে এক হয়ে জীবনবৃদ্ধিদ শুভ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হলে যা করতে পারে, তখন আর অন্য কাউকে দোষারোপ করার প্রয়োজন হয় না।**

প্রশ্ন:—

★★ এই মহামারীর প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য বা সংক্রমিত না হওয়ার জন্য কোন বিশেষ নির্দেশিকা কি রয়েছে?

উত্তর:—

সুনিষ্ঠ-ভাবে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতিপরায়ণ হয়ে, সক্রিয় তৎপরতায় স্বস্ত্যয়নীর জীবনীয় পঞ্চনীতি পরিপালন করা এবং সর্বতোভাবে সদাচারী আচরণে অভ্যস্ত হয়ে চলা ; এবং অবশ্যই বিধিনিয়ম যখন যে অবস্থায়

যেমনভাবে প্রযোজ্য তা মান্য করে চলা– এমন ভাবে চলতে পারলে বহুলাংশেই রক্ষা পাওয়া যায় ।

ভোগ-মেন্টেনেন্স সংক্রান্ত

প্রশ্ন:–

১। অনেক কেন্দ্র-মন্দিরে কিছু কিছু মেনটেনেন্স বা রং-এর কাজ অনেকদিন ধরেই করা দরকার । এগুলি কি করা যাবে?

২।অনেক জায়গায় কনস্ট্রাকশনের কাজ থেমে রয়েছে । সেগুলো কি শুরু করা যাবে আবার ? বিশেষ করে যেসব জায়গা গ্রীন জোনের মধ্যে পড়েছে?

৩।মেনটেনেন্স এবং কনস্ট্রাকশন–এই দুই ব্যাপারেই ফিলানথ্রপীর সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হয় । সে ক্ষেত্রে কি করণীয়?

৪। অসমাপ্ত মন্দিরের কাজ আবার কি শুরু করা যাবে? মন্দিরের কাজের জন্য ফিলানথ্রপী থেকে অর্ঘ্য তোলার প্রয়োজন । মেনটেনেন্স-এর জন্যেও একই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

৫। যেসব কেন্দ্র-মন্দিরের সাধ্য-সামর্থ্য তুলনামূলক ভাবে কম, তাদেরকে ভোগের উপকরণ ও অর্ঘ্যাদির ব্যাপারে দৈনন্দিন সংগ্রহের উপরেই নির্ভরশীল থাকতে হয় । লকডাউন-এর সময় থেকে এ ব্যাপারে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে । এখন কি এগুলি স্বাভাবিকভাবে করা যাবে?

৬। ঠাকুরভোগ এবং মেনটেনেন্স, এই দুই ব্যাপারেই ফিলানথ্রপী থেকে অর্ঘ্য তোলার প্রয়োজন হয়, যা এখন বন্ধ রয়েছে । তাই এসব ব্যাপারে সাংঘাতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । এই অবস্থা স্বাভাবিক কবে হবে । বিশেষতঃ ঠাকুরভোগ তো বন্ধ করা চলবে না!

৭। আমফান ঝড়ে অনেক কেন্দ্র-মন্দিরে কম বেশি বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যেগুলি আশু মেরামতির জন্য শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন । তার জন্যে অর্ঘ্য সংগ্রহ, ফিলানথ্রপীতে জমা দেওয়া, আবার দরখাস্ত দিয়ে

টাকা তোলা–এসব তো এক দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া । কিন্তু কাজ না করলেই নয় । এ ক্ষেত্রে কি করা হবে ?

উত্তর:–

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারী অনুমতি বা নির্দিষ্ট সার্কুলার না থাকলে কোনো construction এর কাজ করা যাবে না ।

স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতিসাপেক্ষে ছোটোখাটো টুকটাক খুবই প্রয়োজনীয় কাজ নিজেরা যতটা লেবার-মিস্ত্রী না লাগিয়ে করা যায়, করা যেতে পারে ।

মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করেই কাজ চালানোর মতো প্রয়োজনীয় অর্ঘ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে ।

উপযোজনা কেন্দ্রে পৃথক ডিপোজিট স্লিপে (ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য যার মধ্যে জমা হয় নি) নির্দিষ্ট কেন্দ্র-মন্দিরের কোড উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় অর্ঘ্য সকলে জমা দিতে পারবেন।

যেই কেন্দ্র-মন্দিরের ভোগ, maintenance-এর ইত্যাদির জন্য ফিলানথ্রপী থেকে অর্ঘ্য তোলা প্রয়োজন, সেই কেন্দ্র-মন্দিরের প্যাড বা লেটার-হেডে মন্দির কোড উল্লেখ করে এবং এর পূর্বে সর্বশেষ কত টাকা অর্ঘ্য কবে তোলা হয়েছে তা জানিয়ে, বর্তমানে অর্ঘ্য তোলার কারণ ও পরিমাণ জানিয়ে ফিলানথ্রপী থেকে স্বীকৃত উক্ত কেন্দ্র-মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মীর নাম, স্বাক্ষর, তাঁর যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্ঘ্য পাঠানো হবে তার পুরো বিবরণ (অ্যাকাউন্ট নম্বর ও IFSC code), তাঁর পাশবই ও চেকের স্ক্যান করা কপি সহ satsangphilanthropy@gmail.com — এই e-mail ID-তে e-mail করে সৎসঙ্গের সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত করতে হবে ।

SCAN TO AUTHENTICATE
WITH satsang.org.in